



ক্ষুদ্র ও মাঝারি

প্রতিষ্ঠান (এসএমই) জরিপ-২০২৬

এসএমই জরিপের পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ এসএমই খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও এ খাতের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এসএমই খাতের প্রকৃত আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণ, বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং নির্ভরযোগ্য বেজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য এসএমই জরিপ পরিচালনা করা অপরিহার্য।

এসএমই জরিপের লক্ষ্য

এসএমই জরিপের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা, অর্থনৈতিক অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

এসএমই জরিপের উদ্দেশ্যসমূহ

- জরিপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরন, মালিকানার প্রকৃতি, আইনগত অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কার্যক্রম, উৎপাদন বা সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, উৎপাদন সক্ষমতা, পণ্য ও সেবার ধরন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিরূপণ;
- প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ধরন, নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ এবং বেতন-মজুরি কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ;
- ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন ও উৎস, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন;
- প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, মুনাফা, বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পদ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র নিরূপণ;
- উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উৎস, ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা, ব্যাংকিং সেবা, ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন এবং ই-কমার্স ব্যবহারের অবস্থা যাচাই; এবং
- এসএমই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিদ্যমান প্রধান সমস্যা, বাঁকি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত।

জরিপের আউটপুট

এ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেশের এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা, অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি সামগ্রিক ও নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থাপন করবে। জরিপের ফলাফলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সহজ অর্থায়ন ও ঋণপ্রাপ্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলিত হবে। পাশাপাশি, অঞ্চলভেদে এসএমই খাতের বিকাশে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্য চিহ্নিত করা হবে এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC)-২০২০ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও উপখাতের সুনির্দিষ্ট সমস্যা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করা হবে। জরিপের ফলাফল ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, খাতভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।



জরিপের আওতা

এ জরিপের আওতায় বাংলাদেশের বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জরিপে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC)-২০২০ অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও খাতে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক অবস্থা, কার্যক্রম এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

মেথডোলজি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান জরিপে সারাদেশ হতে স্যাম্পলিং-এর মাধ্যমে নির্বাচিত অর্থনৈতিক ইউনিট থেকে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC)-২০২০ অনুযায়ী শিল্প ও সেবা খাতের ১৮টি সেকশন এবং দেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

www.bbs.gov.bd



ক্ষুদ্র ও মাঝারি

প্রতিষ্ঠান (এসএমই) জরিপ-২০২৬

এসএমই জরিপের পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ এসএমই খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও এ খাতের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এসএমই খাতের প্রকৃত আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণ, বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং নির্ভরযোগ্য বেজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য এসএমই জরিপ পরিচালনা করা অপরিহার্য।

এসএমই জরিপের লক্ষ্য

এসএমই জরিপের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা, অর্থনৈতিক অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

এসএমই জরিপের উদ্দেশ্যসমূহ

- জরিপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরন, মালিকানার প্রকৃতি, আইনগত অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কার্যক্রম, উৎপাদন বা সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, উৎপাদন সক্ষমতা, পণ্য ও সেবার ধরন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিরূপণ;
- প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ধরন, নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ এবং বেতন-মজুরি কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ;
- ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন ও উৎস, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন;
- প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, মুনাফা, বিনিয়োগ, স্থায়ী সম্পদ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র নিরূপণ;
- উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উৎস, ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা, ব্যাংকিং সেবা, ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন এবং ই-কমার্স ব্যবহারের অবস্থা যাচাই; এবং
- এসএমই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিদ্যমান প্রধান সমস্যা, ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত।

আন্তর্জাতিক পরিসরে এসএমই জরিপ

- United Nations ২০২৫ সালে Global Micro-, Small and Medium-Sized Enterprises Report প্রকাশ করে, এতে SME খাতকে Permanent White Water বলা হয়;
 - পাকিস্তান ২০০৯ এ SME-এর বেইজলাইন জরিপ করে, পরবর্তীতে ২০২৫ সালে জাতীয়ভাবে SME জরিপ পরিচালনা করে;
 - BPS Statistics Indonesia 2023 সালে Profile: Micro and Small Industry শিরোনামে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে;
 - Department of Statistics Malaysia 2024 সালে Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) Performance প্রতিবেদন প্রকাশ করে;
 - ভিয়েতনামে প্রায় প্রতি দুই বছর পর পর SME জরিপটি পরিচালিত হয়। ভিয়েতনামকে এসএমই খাতের গ্লোবাল মডেল বলা হয়। ভিয়েতনামের মোট প্রতিষ্ঠানের ৯৮% এসএমই প্রতিষ্ঠান;
- ভারতের SME জরিপটি MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) নামে পরিচিত। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতের MSME খাত: GDP-এর প্রায় ৩০% অবদান রাখছে।
Source: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). (2025). Annual Report 2024-25

জরিপের আউটপুট

এ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেশের এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা, অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি সামগ্রিক ও নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থাপন করবে। জরিপের ফলাফলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সহজ অর্থায়ন ও ঋণপ্রাপ্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলিত হবে।



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

www.bbs.gov.bd



ক্ষুদ্র ও মাঝারি

প্রতিষ্ঠান (এসএমই) জরিপ-২০২৬

এসএমই জরিপের পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-এ এসএমই খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও এ খাতের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এসএমই খাতের প্রকৃত আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণ, বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং নির্ভরযোগ্য বেজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য এসএমই জরিপ পরিচালনা করা অপরিহার্য।

এসএমই জরিপের লক্ষ্য

এসএমই জরিপের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা, অর্থনৈতিক অবদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন সক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

এসএমই জরিপের উদ্দেশ্যসমূহ

- জরিপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরন, মালিকানার প্রকৃতি, আইনগত অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কার্যক্রম, উৎপাদন বা সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, উৎপাদন সক্ষমতা, পণ্য ও সেবার ধরন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিরূপণ;
- প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ধরন, নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ এবং বেতন-মজুরি কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ;
- ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন ও উৎস, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন;
- প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, মুনাফা, বিনিয়োগ, স্থায়ী ও চলতি সম্পদ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র নিরূপণ;
- উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উৎস, ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা, ব্যাংকিং সেবা, ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন এবং ই-কমার্স ব্যবহারের অবস্থা যাচাই; এবং
- এসএমই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিদ্যমান প্রধান সমস্যা, ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত।

জরিপের আওতা

এ জরিপের আওতায় বাংলাদেশের বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জরিপে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC)-২০২০ অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ শিল্প ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও খাতে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক অবস্থা, কার্যক্রম এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

জরিপের আউটপুট

এ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেশের এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা, অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি সামগ্রিক ও নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থাপন করবে। জরিপের ফলাফলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সহজ অর্থায়ন ও ঋণপ্রাপ্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ প্রতিফলিত হবে। পাশাপাশি, অঞ্চলভেদে এসএমই খাতের বিকাশে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্য চিহ্নিত করা হবে এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC)-২০২০ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও উপখাতের সুনির্দিষ্ট সমস্যা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করা হবে। জরিপের ফলাফল ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, খাতভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।



অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.bbs.gov.bd